১৫৬

তারিখ ··· JAN·4 ·· 1999 ·· ··
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

ভোরের কাগজ

ক্যাম্পাসে মুক্ত আলোচনায় বক্তাদের অভিমত

যৌন নিপীড়ন বন্ধে নীতিমালাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : যৌন নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের আয়োজিত এক মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন, স্থায়ী অভিযোগ সেল গঠন করলেই নিপীড়ন বন্ধ হবে না। নিপীড়ন বন্ধের জন্য প্রয়োজন সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএসসি সেমিনার কক্ষে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তারা যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনকে সামাজিক অগ্রগতির প্রকাশ বলে অভিহিত করেন।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, গীতি আরা নাসরীন, মাহমুদা ইসলাম, মাহমুদুর রহমান, রেহনুমা আহমেদ, নাসরীন খন্দকার, মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, ওয়াজিনুর রহমান, ড. মাসুদুজ্জামান, মালেকা বেগম, আয়শা খানম প্রমুখ। আন্দোলনকারীদের পক্ষে রূপা, মনি, বহ্নি বক্তব্য রাখেন এবং রুমু গুলরুখ নিপীড়নবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের তৈরি একটি খসড়া আচরণবিধি উপস্থান করেন।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী নির্যাতন আগেও হয়েছে। কিন্তু তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হতো না। নির্যাতন, নিপীড়নের অভিযোগ শোনার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপউপাচার্যকে সভাপতি ও একটি ছাত্রী হলের প্রাধ্যক্ষাকে সচিব করে একটি অভিযোগ সেল গঠনের প্রস্তাব করেন। এতে ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন বলেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

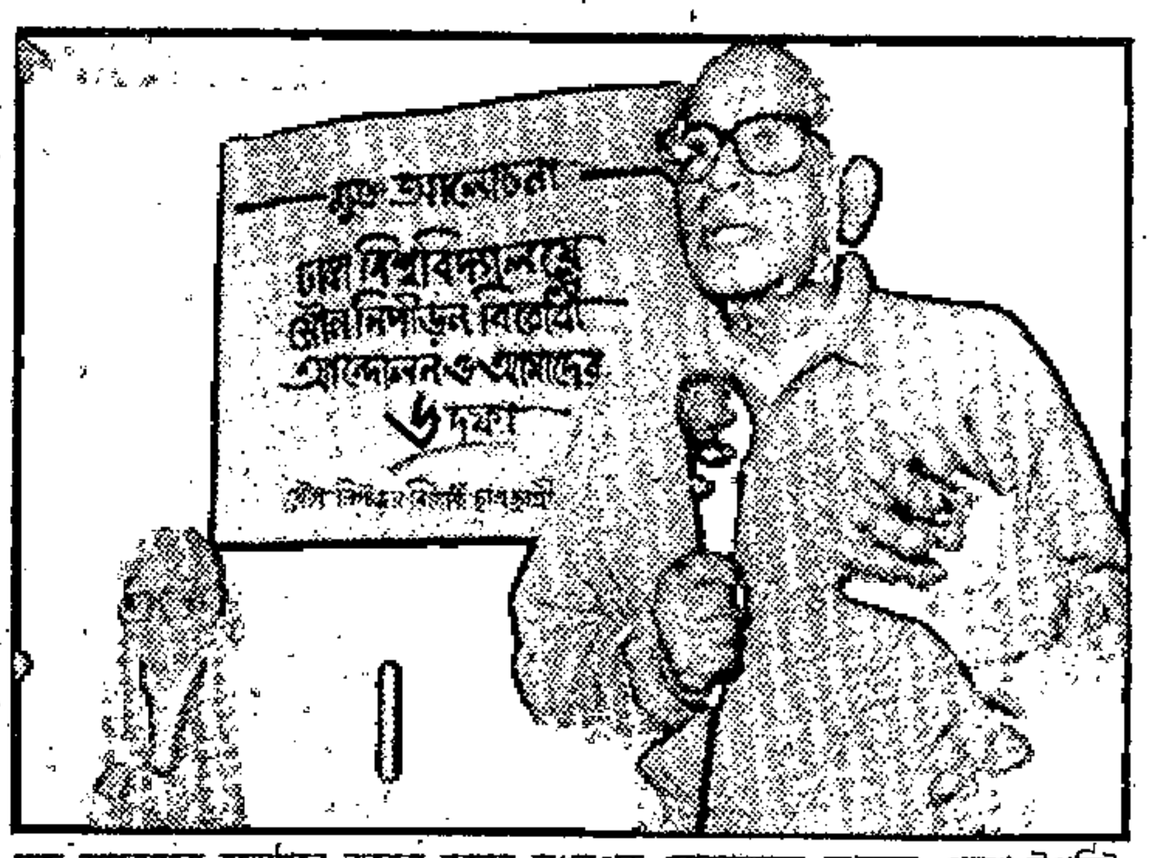

মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, পাশে উপবিষ্ট অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী - ভোরের কাগজ

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, এ আন্দোলন সমাজের সুস্থতার জন্য। ছাত্র-শিক্ষকদের পাশাপাশি অভিভাবকদের আন্দোলনে অংশ নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, শুধু আচরণবিধি প্রণয়ন ও সেল গঠন করলেই হবে না। একই সঙ্গে আইনের কঠোর প্রয়োগও নিশ্চিত করা দরকার।

অধ্যাপক গীতিআরা নাসরীন বলেন, আন্দোলনকারীদের গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে গাল দেওয়া হয়েছে। তার মানে সমাজের চোখ রাঙানি সত্ত্বেও গার্মেন্টসের মেয়েদের মতো যারা বাইরে বের হয় তাদেরকে খারাপ হিসেবে চিহ্নিত করতে চায় আন্দোলনবিরোধীরা।

নারীনেত্রী আয়শা খানম বলেন, ষাটের দশকে যৌন নিপীড়ক শিক্ষক ছিল কিন্তু তখন তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলার মতো অবস্থা ছিল না।

নারীনেত্রী মালেকা বেগম তার বক্তৃতায় আন্দোলনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি আন্দোলনকারীদের ৫০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।